প্রমাণ ছাড়া কী জোড় দিয়ে বলা যায় ???

মুখার্জি কমিশনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের ব্যবহার করেছিলেন বিচারপতি মনোজ কুমার মুখার্জি। সেগুলি ছিল ঃ -

" a bare glance" এবং "Whatsoever"

বিচারপতি 'নাই' এর মধ্যে 'হাঁ' বুঝাতে দুটি শব্দ (a bare glance' এবং নেতিবাচক শব্দ '**whatsoever**') প্রয়োগ করে ভারত সরকারকে ইশারা করেছিলেন- "মৌনী বাবা ওরফে সন্ত সম্রাট নেতাজী কিনা- এই বিষয়ে গভীর পর্যবেক্ষনের দাবি রাখে যদি দেশ নেতাজীর whereabouts নিস্কপট ভাবে জানতে চান! একই সাথে এই প্রশ্নও কী বিচারপতি পরোক্ষে তুলেছিলেন- যুদ্ধাপরাধির জাগতিক ঠিকানা সরকার কমিশন বসিয়ে জানতে পারেন না?-অন্যথায় কমিশন চলাকালীন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাপানের রেঙ্কোজিতে ছুটে গেলেন কেন?

লিখছেন- নীলিমা দেব
M.A. (philosophy)

মুখার্জী কমিশনে শৌলমারীর বিষয়টি নাকি কমিশনের বিচার্য বিষয়ের (ঃবৎসং ড়ভ ৎবভবৎবহপব) মধ্যেই ছিল না ! ভিশন২৪ টিভি চ্যানেলে এমনটা দাবি করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি বিজন ঘোষ মহাশয়। ভগবানজীকে যারা নেতাজী দাবি করেন- তাঁরাও শৌলমারীকে নেহেরুর সরকারের বানানো ছিল বলে দাবি করেন !- যদিও এইরূপ দাবি নিয়ে খোদ ভগবানজীর ভক্তদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে যেমন ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী। তাঁর মতে শৌলমারীতে শুরুর দিকে নেতাজী ঐ আশ্রমে ছিলেন পরবর্তীতে সেখানে সারদানন্দজীর ডামি বসানো ছিল- যার সাথে অনেকেই দেখা করেছিলেন। ডঃ চৌধুরীর বক্তব্য এটা বুঝানোর চেষ্টা করা হয় যে শৌলমারীর সাধুই পরবর্ত্তীকালে ভগবাণজী হয়েছিলেন । এখানে একটি বিষয়ে বলা প্রয়োজন যে, নেহেরুর শবদেহের পাশে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর আলোকচিত্রটি সুভাষবাদী জনতার পক্ষে সারদানন্দজীরূপী নেতাজীর দাবী করা হয়, মুখার্জী কমিশনেও ঐ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে সন্ত সম্রাট ওরফে মৌনী বাবা বলা হয়। সুতরাং শৌলমারীর সারদানন্দজীরুপী নেতাজীর ছবি হিসাবে যখন নেহেরুরু শবদেহের পাশে বৌদ্ধসন্ন্যাসীর আলোকচিত্রটিকে প্রামান্য দলীল হিসাবে

খোসলা কমিশনে পেশ করা হচ্ছে, এবং মুখার্জী কমিশনেও ঐ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে যখন সন্ত সম্রাট ওরফে মৌনী বাবা দাবি করা হচ্ছে তাহলে নাম ভিন্ন হলেও ব্যক্তি কিন্তু এক । সুতরাং শৌলমারীর বিষয়টি মুখার্জী কমিশনের terms of reference অর্থাৎ বিচার্য বিষয়ের এর মধ্যে না থাকলেও সীতাপুরের সন্ন্যাসী সন্ত সম্রাট ওরফে মৌনীবাবার বিষয়টি কমিশনের বিচার্য বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল- মৌনী বাবা নেতাজি কিনা? শৌলমারী একটি প্রর্ব ছিল- এটা বুঝে নেওয়ার জন্য যে নেতাজি সাধারন জনজীবনে প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করলে তাঁর প্রতি দেশের সরকার কি রকম ব্যবহার করবেন। সেটা ষাটের দশকে বুঝে নেওয়ার পর শৌলমারি আশ্রম ভেঙ্গে দেওয়া হয়। তেমনি ১৯৮৫ সালে রাম ভবনে মৃত্যুর নাটক রটনা করে নেতাজী সীতাপুরে আর্বিভাব হলেন- সন্ত সম্রাট ওরফে মৌনী বাবারূপে । তাহলে ১৯৮৫ সালে গুপ্তর ঘাটে কার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হল? আদৌ কি সেটি শবদেহ ছিল? মুখার্জি কমিশনের সাক্ষী বাবা ভান্ডারি জানিয়েছিলেন- কুড়ি কিলো আটা এবং লাকড়ির চেলি দিয়ে বডি তৈরি করে গুপ্তর ঘাটে পুড়ানো হয়েছিল। গুমনামী বাবার সাথে face to face বহুবার সাক্ষাৎ করেছেন বলে যারা কমিশনে দাবি করেছিলেন, তারা কি সন্ত সম্রাটকে বা মৌনী বাবাকে নেতাজি স্বীকার করেছিলেন? না !- কারন তাদের এই ধারনা ছিল যে ১৯৮৫ সালে নেতাজি মারা গেছেন এবং গুপ্তর ঘাটে তাঁর অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হয়েছে। তাই মৌণী বাবা নেতাজী কিনা এই বিষয়ে গুমনামি বাবার ভক্তদের গবেষনা এগোয় নি। বরং মৌণী বাবা নেতাজী কিনা সেটা জানার জন্য কেউ এগিয়ে এসে চেষ্টা না করেন-সেই ব্যবস্থাই গুমনামি বাবার/ভগবানজীর ভক্তরা নানা ভাবে করেছেন। যেমন কমিশণ চলাকালীন বিপ্লবী লীলা রায়ের জয়শ্রী প্রকাশণীর পক্ষে "ঐ মহামানব আসে" পুস্তকে দাবি করা হয়- ১৯৮৫ সালে "বাস্তবে যা ঘটেছে-তাকে অতিক্রম করে (নেতাজীর) জাগতিক ঠিকানা-হদিস-অপ্রাসঙ্গিক বলেই চারনের মনে হয়।" চারনিক অর্থাৎ "ঐ মহামানব আসে" পুস্তকের লেখকের এও দাবি করেন-"১৯৮৫ সালে গুমনামি বাবা/ভগবানজি তাঁর জীর্ণ দেউলটি ফেলে নতুন দেউলে প্রবেশ করেছিলেন- তাই শবানুগমনে যারা ছিলেন বলতে পারেন না তারা কী দেখেছেন- শবদেহ না অন্য কিছু? ভান্ডারি বাবা বলেছিলেন-কুড়ি কিলো আটা এবং লাকড়ির চেলি দিয়ে একটি দেহ বানিয়ে অন্ত্যষ্টির নাটক গুপ্তর ঘাটে সম্পন্ন করা হয়েছিল।তাই তো গুমনামি বাবার দেহ সৎকারের করে উপস্থিত ব্যক্তিরা খুশীতে উল্লাস নৃত্য করেছিলেন । যে বডি পুড়ানো হয়েছিল তার নেই কোন ছবি এবং ডেটথ সার্টিফিকেট । তাহলে প্রশ্ন উঠবে মৃত্যুর নাটক করে ১৯৮৫ সালের পর নেতাজি গেলেন কোথায়? এই প্রশ্নের জবাবে- সীতাপুরের সন্ন্যাসী নেতাজি কিনা বিজ্ঞান সম্মতভাবে কমিশনের পক্ষে জবাব দেওয়া গেল না কেন ? বাধাটা কোথায় ছিল? গুমনামি বাবার ভক্ত বিশেষ করে জয়শ্রীর চারনিকরা যেহেতু এটা বিশ্বাস করেন ১৯৮৫ সালে নেতাজি তাঁর জীর্ন দেউল পরিবর্তন করে নতুন দেউলে প্রবেশ করেছেন তাই জয়শ্রীর নেতাজীকে ১৯৮৫ সালের পর জনসাধারন আর চিনতে পারবেন না বা তাঁর জাগতিক ঠিকানা হদিশ করা সম্ভব হবে না এটা জয়শ্রীর পক্ষে দাবি করা হয়েছে নানা ভাবে। যেখানে তারা প্রিকনভিন্স হয়ে বসে আছেন তাই ১৯৮৫ সালের পর নেতাজির জাগতিক ঠিকানা হদিস করা বা

মৌনী বাবা নেতাজি কিনা এই বিষয়ে জয়শ্রীর কোনো মতামত আইনগত ভাবে গ্রহন যোগ্য নয়। সীতাপূরের সন্ন্যাসীকে যেখানে নেতাজী দাবী করা হয়েছে- সেখানে এই প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে কমিশণ চলাকালীন মৌনী বাবার dna পরীক্ষার দাবীটি গবেষকদের পক্ষে কেন করা গেল না ? তাহলে তো প্রমান হয়ে যেতো রামভবনে গুমনামি বাবার যে দাত পাওয়া গিয়েছিল সেটা সন্ত সম্রাট ওরফে মৌনী বাবার ছিল কিনা ?- বা মৌনী বাবা নেতাজী ছিল কিনা? সেই পথে গুমনামি বাবার ভক্তরা এগোতে ভয় পেলেন কেন ? বিচারপতি মনোজ কুমার মুখার্জি কেন গুমনামি বাবা/ভগবানজির ভক্তদের ocular version অনুযায়ী ফৈজাবাদের সাধুর ফটো দেখতে চেয়েছিলেন? যে উদ্দেশ্যে তিনি ছবি দেখতে চেয়েছিলেন, সেই ছবি গুমনামি বাবার ভক্তরা কমিশনে জমা করতে না পারলেও সন্ত সম্রাটের ছবি কিন্তু কমিশনে জমা পড়েছিল। কেবল ছবি নয় কমিশনে উপস্থিত হতে চেয়ে ভান্ডারি বাবার মাধ্যমে মৌণী বাবা বার্তা পাঠিয়েছিলেন- "দেশ যদি নেতাজীকে চায় তবে সন্ত সম্রাট ওরফে মৌনী বাবা available হবেন। আজকাল যারা গুমনামি বাবার আস্তানায় পাওয়া দাঁতের dna electropherogram এর রিপোর্ট নিয়ে হৈ চৈ করা শুরু করেছেন- কেবল এটা প্রমাণ করার জন্য যে গুমনামি বাবাই নেতাজী ছিলেন!- ঐ দাঁতের DNA রিপোর্ট নেতাজীর পরিবারের dna-এর সাথে মিল আছে কি নেই তাঁর দুটি দিক থাকতে পারে। যদি গুমনামি বাবা ডামি হয়ে থাকেন তবে dna মিলবে না। যদিও গুমনামি বাবার আস্তানায় নেতাজীর ব্যবহৃত জিনিস পাওয়া গিয়েছিল। ভান্ডারি বাবা বলেছিলেন- গুমনামি বাবা নেতাজী নন, আমাদের মত একজন ছিলেন। সুতরাং সন্ত সম্রাটের সাথে নেতাজীর available ফটোর মিল আছে কি নেই সেটা পরীক্ষা করাতে আপত্তি কোথায় ছিল? কিন্তু মুখার্জি কমিশনের রিপোর্টে বিচারপতি জানিয়েছেন গুমনামি বাবার আস্তানায় পাওয়া ঐ দাতের সাথে নেতাজি পরিবারের dna-এর কোনো মিল নেই। সম্ভবতঃ এই কারনেই বিচারপতি গুমনামি বাবার ফটো দেখতে চেয়েছিলেন। রামভবনে ২৬খানা বাক্সভর্তি জিনিস গুলো নেতাজির ব্যবহৃত ছিল এটা প্রমান হলেও কিন্তু গুমনামি বাবাই নেতাজী এটা প্রমাণ করার ক্ষেত্রে যেহেতু গুপ্তর ঘাটে তার চাপ্টার শেষ করার জন্য কিছু ব্যক্তি উঠে পড়ে লেগেছিলেন সেখানে সীতাপুরের সন্ন্যাসীর পরিচয় জানা আবশ্যক। রামভবন থেকে পাওয়া বাক্সভর্তি ডমুকেন্ট র ভিত্তিতে ১৯৮৫ সালে নেতাজীর উপস্থিতি প্রমান হয়; আবার এই প্রশ্নও তৈরি হয় গুপ্তর ঘাটে আদৌকি শবদেহ পুড়ানো হয়েছিল- যেখানে সীতাপুরের সন্ন্যাসীকে কমিশনে নেতাজী দাবি করা হচ্ছে? সীতাপুরের সন্ন্যাসীর ছবি কমিশনে জমা পড়েছিল যা একনজরে দেখে বিচারপতি তাঁর সিধ্যান্ত জানিয়েছিলেন সন্ত সম্রাট ওরফে মৌনী বাবার সাথে নেতাজীর কোনো মিল নেই। কিন্তু বিচারপতি তাঁর রিপোর্টে এটাও লিখেছিলেন- "আর একটি সাক্ষ্যদাতা গোষ্ঠী, যাদের সাক্ষ্যকে শুধুমাত্র উল্লেখ করলেই তা খারিজ করতে হবে, তারা হলেন যারা আগস্ট ১৯৪৫-এর আগে নেতাজিকে দেখেননি কিন্তু দাবি করেছেন যে সীতাপুর জেলার এক আশ্রমে বসবাসরত মৌনী বাবা যিনি সন্ত সাম্রাট যোগীর নামে ও পরিচিত ছিলেন তিনি নেতাজি ছিলেন। তাদের দাবিকে সমর্থন করতে দুজন কয়েকটি মৌণী বাবার ছবিও উপস্থাপন করেছেন যাদের এক নজরে দেখা মাত্রই স্পষ্ট যে নেতাজির সঙ্গে কোনোভাবেই

সাদৃশ্য নেই। এই গ্রুপের সাক্ষীরা হলেন শ্রী রঘুরাজ সিং রাঠৌরে (Cw-20), বাবা ভাণ্ডারী @ শিব ভগবান (Cw-35) এবং শ্রী শ্যামনারায়ণ বিন্দ (Cw-57)। এছাড়া কর্ণেল এ.বি. সিং (Cw-41), যিনি পূর্বে INA-তে ছিলেন এবং INA-র দিন থেকেই নেতাজিকে চেনেন, তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে ১৯৯৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তিনি সীতাপুরে গিয়ে মৌনী বাবাকে দেখেন। তাঁর মতে তিনি মুগ্ধ হন কারণ মৌনী বাবার চেহারা নেতাজির চেহারার সঙ্গে অনুরূপ ছিল। মৌনী বাবার ছবিগুলো নেতাজীর সাথে কোনোভাবেই মিলছে না বলে দেখা গেছে, তাই এই সাক্ষীর সাক্ষ্যও গ্রহনযোগ্য নয়।"

কমিশনের রিপোর্টে বিচারপতি এই কথাগুলি সরকারকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু বিচারপতি মৌণী বাবার সাথে সাক্ষাৎ করে একঘন্টা যাবৎ বাংলা ভাষায় কী কথা বলেছিলেন?- সেই সত্যটা তিনি কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করেন নি। মৌনী বাবা প্রসঙ্গে বিচারপতি এক্সপার্টদের অভিমত না নিয়ে এই মতামত দিতে পারেন না- মৌনী বাবার ছবিগুলি নেতাজীর সাথে কোনো ভাবেই মিলছে না। যেহেতু বিচারপতি স্বয়ং এই কথা তাঁর রিপোর্টে বলেছিলেন যে - Another set of witnesses to whose evidence reference has to be made only to be rejected comprises those who have not seen Netaji before August,1945 অর্থাৎ- সেই সব সাক্ষ্যকে শুধুমাত্র উল্লেখ করলেই তা খারিজ করতে হবে, যারা আগস্ট ১৯৪৫-এর আগে নেতাজিকে দেখেননি কিন্তু দাবি করেছেন যে সীতাপুর জেলার এক আশ্রমে বসবাসরত 'মৌনি বাবা যিনি সন্ত সাম্রাট যোগীর নামে ও পরিচিত ছিলেন- তিনি নেতাজি ছিলেন। তাহলে কী বিচারপতি ১৯৪৫ সালের আগে নেতাজীকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন?- না দেখেন নি। তাহলে মৌণীবাবা প্রসঙ্গে বিচারপতির যে মতামত জানিয়েছেন সেটা নিজে থেকেই বাতিল হয়ে যায় এবং তিনি এও বলেছিলেন- Col A.B.Singh Cw 41, who was formerly with INA and knew Netaji since his INA days, testified that on February 19, 1996 he went to Sitapur and saw Mauni Baba. According to him , he was impressed as Mouni Baba's appearance was similar to that of Netaji. অর্থাৎ- কর্ণেল এ.বি. সিং Cw-41, যিনি পূর্বে INA-তে ছিলেন এবং INA-র দিন থেকেই নেতাজিকে চেনেন, তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে ১৯৯৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তিনি সীতাপুরে গিয়ে মৌনী বাবাকে দেখেন। তাঁর মতে তিনি মুগ্ধ হন কারণ মৌনী বাবার চেহারা নেতাজির চেহারার সঙ্গে অনুরূপ ছিল। তাহলে বিচারপতি মনোজ মুখার্জি কী এই কথা তাঁর রিপোর্টে লিখতে পারেন যে- মৌনী বাবার ছবিগুলো নেতাজীর সাথে কোনোভাবেই মিলছে না বলে দেখা গেছে, তাই এই সাক্ষীর অর্থাৎ কর্নেল এ. বি. সিং-র সাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য নয় ?

মৌনী বাবা প্রসঙ্গে বিচারপতির প্রতিটি ভাষাগত দিক ভালো করে গবেষনার দৃষ্টিতে পড়তে হবে এবং খুটিয়ে খুটিয়ে আইনগত দিকগুলি বুঝতে হবে আদৌ তিনি মৌনী বাবা সম্পর্কে ভারত সরকারকে কী ইঙ্গিত দিয়েছিলেন? তাই ইংরেজি শব্দগুলি ভালো করে অনুধাবন করতে হবে তবেই **'নাই'** এর মধ্যে **'হ্যাঁ'** বিরিয়ে আসবে। তিনি মৌনী বাবার ফটো দেখার পর রিপোর্টে লিখেছিলেন- In

support of their claim two of them produced few photographs of Mouni Baba- **a bare glance** of which shows that they have no resemblance **whatsoever** with Netaji. অর্থাৎ মৌনী বাবার ছবিটি নাকি এক ঝলক দেখলেই বোঝা যায় - নেতাজীর সাথে তাদের বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নেই।

মৌণী বাবার ছবিতে এটা দেখা যাচ্ছে-চোখে বিরাট কালো চশমা এবং মুখে গোফ অর্থাৎ মুখমন্ডলের বেশীরভাগ আচ্ছাদিত তাই একঝলকে নেতাজীর available ছবির সাথে বিচারপতি কি ভাবে তুলনা করলেন ? **এই সাধারন প্রশ্নটি আজ অবধি ভারতবর্ষের কোনো গবেষকদের গবেষনায় কেন উঠে আসেনি ?**- এই বিষয়ে তথাকথিত নেতাজী গবেষকরা কিন্তু সন্দেহের ঊর্দ্ধে নন ! তারা জনগনের মনে দ্বন্ধ সৃষ্টি করে চলেছে নানা ভাবে। যেখানে ভারতের পাসপোর্ট নিয়মে বলা হয়েছে- ভারতীয় পাসপোর্ট ছবির নিয়ম অনুযায়ী, একটি সাদা পটভূমিতে ছায়াহীন, ছবি স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান ও সম্পূর্ণ সম্মুখ মুখ থাকতে হবে। মুখটি ছবির ৭০ থেকে ৮০% অংশ জুড়ে থাকতে হবে, উভয় চোখ খোলা, অভিব্যক্তি স্বাভাবিক হতে হবে এবং কোনো চুল বা অলঙ্কার যেন চোখ বা মুখের কোনো অংশ ঢেকে না রাখে। উভয় চোখ অবশ্যই সম্পূর্ণ খোলা, সমান্তরাল এবং স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হতে হবে। চশমার ফ্রেম পাতলা এবং লেন্স সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হতে হবে, যা চোখকে আবৃত করবে না। কান এবং মুখের সম্পূর্ণ রূপরেখা যেন স্পষ্টভাবে দেখা যায়, তাই চুল বেঁধে রাখা অথবা কানের পেছনে গুঁজে রাখতে হবে। সুতরাং প্রশ্ন উঠবে কমিশনে দাখিল করা মৌনী বাবার ছবি কিন্তু উপরের দেওয়া বাধ্যতামূলক দিক গুলি কোনটাই পূরন করছে না । এই পরিস্থিতিতে মৌনী বাবাকে স্বশরীরে কমিশনে উপস্থিত করিয়ে তাঁর biometric verification/dna test করানো একটি আবশ্যক দিক ছিল নিরপেক্ষ তদন্তের খাতিরে। যেহেতু মুখার্জি কমিশনের বিচার্য বিষয়ের মধ্যে জীবিত নেতাজীর whereabouts জানার বিষয়টি সামিল ছিল- যদি নেতাজী জীবিত থাকেন তবে কোথায় এবং কি ভারে আছেন-সেটা সরকার জানতে চেয়েছিল।

তাহলে বিচারপতি একঝলকে মৌণী বাবার ছবি দেখে সত্যি-ই কী সেটা নেতাজীর available ছবির সাথে তুলনা করেছিলেন নাকি ভাষার কারসাজিতে কমিশনের রিপোর্টে মৌনীবাবার ছবিটি গভীর পর্যবেক্ষন করার জন্য সরকারকে সুপারিশ করেছিলেন? কারন ‘a bare glance’ এবং নেতিবাচক শব্দ ‘whatsoever’ কথাটি প্রকৃত তদন্তের ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধি। কারন অক্সফোর্ড ডিক্সেনারিতে ‘a bare glance’ সম্পর্কে বলা হয়েছে- "A bare glance" means a very quick, brief, or superficial look at someone or something, done with little to no deep attention. The word "bare" emphasizes that the action is stripped down to the absolute minimum required to see something.

"A bare glance" মানে হল কোনো ব্যক্তি বা কিছুর দিকে খুব quick, brief অথবা superficial look করা, খুব কম বা একদম মনোযোগ না দিয়ে। "Bare" শব্দটি জোর দেয় যে কাজটি কিছু দেখার জন্য একদম minimum পর্যন্ত করা হয়।Whatsoever এর মানে হল - যাই হোক না কেন

"একেবারে" বা "যে কোনও ধরণের" বলার একটি জোরালো উপায়। এটি প্রাথমিকভাবে নেতিবাচক বাক্যাংশের পরে ব্যবহৃত হয় - যেমন না, কিছুই নয়, দৃঢ়ভাবে জোর দেওয়ার জন্য যে কিছু একেবারেই বিদ্যমান নেই। তাহলে একঝলকে একটি ছবি দেখে জোর দিয়ে কী বলা যায় সন্ত সম্রাটের(মৌনী বাবার) ছবির সাথে নেতাজীর ছবির বিন্দুমাত্র মিল নেই?-

-যেখানে ছবিতে ব্যক্তির মুখমন্ডলের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ ভাগ দাড়ি চুল এবং কালো চশমা মোটা ফ্রেম দ্বারা আবৃত ? তাহলে মৌনী বাবার ছবি নেতাজীর সাথে মিল নেই বুঝানোর ক্ষেত্রে বিচারপতি তার ধারণাটি জোড় দিয়ে প্রকাশ করার জন্য negative phrase **'whatsoever'** কেন ব্যবহার করলেন ? আসলে তিনি পরোক্ষে negative phrase ব্যবহার করে মৌণীবাবার ছবিটি গভীর পর্যবেক্ষনের দাবি রাখে সেটাই জানিয়েছিলেন কিনা আগামী দিনে হয়তো এই বিষয়ে নিরপেক্ষ গবেষনার/তদন্তের দাবি উঠবে- যেহেতু কমিশনে মৌণী বাবা AVAIL-ABLE হতে চেয়েছিলেন-তাই তার dna test করে কমিশনকে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে নিশ্চিত হওয়া উচিত ছিল ? সুতরাং সন্ত সম্রাটের সাথে natural justice করা হয়নি -এটা বলা যেতে পারে।

সন্ত সম্রাট

(সন্ত সম্রাট ওরফে মৌনী বাবা)

*****